সাতবীর সিং এবং আরেকজন

বনাম

হরিয়ানা রাজ্য

(২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৭৩৫-১৭৩৬)

২৮ মে, ২০২১

[এন. ভি. রামানা, ভারতের প্রধান বিচারপতি, এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতি]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ৩০৪খ-যৌতুকজনিত মৃত্যু-রাষ্ট্রপক্ষ মামলার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া যে ভুক্তভোগী তার বিয়ের ঠিক এক বছর পরে নিজেকে জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এবং তার মৃত্যুর ঠিক আগে, অভিযুক্তদের দ্বারা কম যৌতুক আনার জন্য তাকে নিষ্ঠুরতা ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল-৩০৪বি এবং ৩০৬ যথাক্রমে ৭ বছর এবং ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ-হাইকোর্ট বিচার আদালতের আদেশ বহাল রাখে-আপিলের সময়, সিধান্তঃ রাষ্ট্রপক্ষ সফলভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে তার বিয়ের এক বছরের মধ্যে পোড়া আঘাতের কারণে ভুক্তভোগীর মৃত্যু হয়েছিল-এটি প্রমাণিত হয়েছে যে তার মৃত্যুর ঠিক আগে যৌতুকের দাবি অনুসারে সে হয়রানি ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল-পরিস্থিতির শৃঙ্খল প্রমাণ করে যে যৌতুকের দাবি এবং ভুক্তভোগীর মৃত্যুর ঘটনাগুলির মধ্যে একটি জীবন্ত এবং নিকটবর্তী যোগসূত্র ছিল-সাক্ষীদের বক্তব্য ছিল সমর্থনযোগ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য-তবে, ১১৩খ ধারায় থাকা অনুমান অভিযুক্ত কর্তৃক খণ্ডন করা হয়নি-এইভাবে, হাইকোর্ট এবং বিচার আদালতযথাযথভাবে অভিযুক্তকে ৩০৪-খ-তে দোষী সাব্যস্ত করেছে-ধারা ৩০৬ এর অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপক্ষ আত্মহত্যার কারণে মৃত্যু হয়েছে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই, ধারা ৩০৬ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ততা এবং সাজা বাতিল করা হল - প্রমাণ আইন, ১৮৭২ - ধারা ১১৩খ, ১১৩ক।

ধারা ৩০৪খ-বাক্যাংশ 'শীঘ্রই আগে'-এর ব্যাখ্যা-সিধান্তঃ ধারা ৩০৪খ-তে 'শীঘ্রই আগে' বাক্যাংশটি অবিলম্বে আগে বোঝানো যাবে না-কঠোর ব্যাখ্যাটি আইনের উদ্দেশ্যকেই পরাজিত করবে-এই আদালত দ্বারা কোনও স্ট্রেইটজ্যাকেট সূত্র নির্ধারণ করা যাবে না যাতে এই বাক্যাংশটি শীঘ্রই কী বোঝায় তা নির্ধারণ করা যায়-সুতরাং, আদালতগুলিকে তাদের বিচক্ষণতা ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে হবে যে নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি এবং ভুক্তভোগীর মৃত্যুর মধ্যে সময়কাল শীঘ্রই সময়ের মধ্যে আসবে কিনা-নিষ্ঠুরতা এবং ভুক্তভোগীর ফলস্বরূপ মৃত্যুর মধ্যে একটি নিকটবর্তী এবং জীবন্ত যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা, উক্ত নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ধারা ৩০৪খ-যৌতুকজনিত মৃত্যু-শ্রেণীবিভাগ মৃত্যু, নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা-পায়রা ছিদ্র পদ্ধতি-সিধান্তঃ যখন রাষ্ট্রপক্ষ দেখায় যে মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে, যৌতুকের দাবির জন্য বা এর সাথে সম্পর্কিত, এই মহিলাকে সেই ব্যক্তির দ্বারা নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার করা হয়েছে, তখন ১১৩খ ধারার অধীনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যকারণের অনুমান তৈরি হয় - এরপর, অভিযুক্তকে এই আইনগত অনুমান খণ্ডন করতে হবে - ধারা ১১৩খ এর অধীনে কার্যকারণ সম্পর্কে খণ্ডনযোগ্য অনুমানের ব্যবহার বিচারক, প্রতিরক্ষা এবং রাষ্ট্রপক্ষের উপর বৃহত্তর দায়িত্ব তৈরি করে - ধারা ৩০৪-খ সম্পর্কিত ফৌজদারি বিচার পরিচালনার সময় তাদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ঃ ধারা ২৩৩, ২৩২-প্রতিরক্ষার উপর প্রবেশ-অভিযুক্তের অধিকার ধারা ২৩৩-এর অধীনে - সিধান্তঃ ধারা ২৩২-এর অধীনে, যদি রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের পরে, অভিযুক্তকে পরীক্ষা করে এবং রাষ্ট্রপক্ষ ও প্রতিরক্ষা শুনানির পরে, বিচারক বিবেচনা করেন যে অভিযুক্ত যে অপরাধ করেছে তার কোনও প্রমাণ নেই, বিচারক খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করবেন-একবার বিচারিক আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধারা ২৩২ এর বিধান অনুসারে খালাস পাওয়ার যোগ্য নন, এটিকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা সাক্ষ্যের জন্য শুনানি নির্ধারণ করতে হবে, অভিযুক্তকে ধারা ২৩৩ এর অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে তার প্রতিরক্ষা উপস্থাপনের আহ্বান জানাতে হবে, যা অভিযুক্তদের জন্য প্রদত্ত একটি অমূল্য অধিকারও-এই ধরনের পদ্ধতিগত অধিকারের অস্তিত্ব সমন্বিতভাবে সাক্ষ্য আইনের ১১৩খ ধারার অধীনে প্রদত্ত প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিচারিক নির্দেশিকাঃ যৌতুক মৃত্যুর মামলা - বিচার - সিধান্তঃ নির্দেশিকা যৌতুকজনিত মৃত্যুর মামলাগুলির বিচারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করেঃ ১.১ ধারা ৩০৪-খ আইপিসি-এর তাৎপর্য বিবেচনা করে, একটি কঠোর ব্যাখ্যা সেই উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করবে যার জন্য এটি প্রণীত হয়েছিল।

অতএব, এটা অনুমান করা নিরাপদ যে যখন আইনসভা 'শীঘ্রই আগে' শব্দগুলি ব্যবহার করেছিল, তখন সেগুলির অর্থ ঠিক আগে ছিল না। বরং, তারা আদালতের হাতে তার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছিল। নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির বিষয়টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আলাদা। এমনকি নিষ্ঠুরতার বর্ণালীও বেশ বৈচিত্র্যময়, কারণ এটি শারীরিক, মৌখিক বা এমনকি আবেগগত হতে পারে। এটি সম্পূর্ণ। অতএব এই আদালত দ্বারা কোনও স্ট্রেইট জ্যাকেট সূত্র হতে পারে না যে এই বাক্যাংশটি শীঘ্রই কী বোঝায় তা নির্ধারণ করতে। অতএব, আদালতগুলিকে তাদের বিচক্ষণতা ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে হবে যে নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি এবং ভুক্তভোগীর মৃত্যুর মধ্যে সময়কাল শীঘ্রই আগের মেয়াদের মধ্যে আসবে কিনা। উপরের সংকল্পের মূল বিষয় হল, নিষ্ঠুরতা এবং ভুক্তভোগীর ফলস্বরূপ মৃত্যুর মধ্যে একটি নিকটবর্তী এবং জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করা। [অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫] [২৮২-সি-ই; ২৮৩-এ-বি]

মেজর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০১৫) ৫ এস. সি. সি ২০১ঃ [২০১৫] ৫ এস. সি. আর ৭৭৭; শুল্ক কমিশনার (আমদানি) মুম্বাই বনাম দিলীপ কুমার এবং কোম্পানি (২০১৮) ৯ এস. সি. সি ১ঃ [২০১৮] ৭ এস. সি. আর ১১৯১; [গুজরাট রাজ্য বনাম মনসুখভাই কানজিভাই শাহ ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৪১২]; কানস রাজ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০০০) ৫ এস. সি. সি ২০৭: [২০০০] ৩ এস. সি. আর ৬৬২; রাজিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১৫) ৬ এস. সি. সি ৪৭৭: [২০১৫] ২ এস. সি. আর ৮৩৫-উল্লেখ করা হয়েছে

১.২ যখন রাষ্ট্রপক্ষ দেখায় যে "মৃত্যুর ঠিক আগে এই ধরনের মহিলার দ্বারা কোনও যৌতুকের দাবির জন্য বা তার সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার হয়েছে", তখন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য আইনের ১১৩খ ধারার অধীনে কার্যকারণের অনুমান উত্থাপিত হয়। এরপরে, অভিযুক্তকে এই বিধিবদ্ধ অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। ১১৩খ ধারার অধীনে কার্যকারণের প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমানের ব্যবহার, সাক্ষ্য আইন, বিচারক, প্রতিরক্ষা এবং রাষ্ট্রপক্ষের উপর একটি বৃহত্তর দায়িত্ব তৈরি করে। আইপিসি ধারা ৩০৪খ সম্পর্কিত ফৌজদারি বিচার পরিচালনার সময় তাদের অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া দরকার। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পদ্ধতিগত আইনের কিছু সুরক্ষা রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৬, ১৯] [অনুচ্ছেদ ২৮৩বি-সি; ২৮৪-এ-সি]

বংশী লাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১১) ১১ এস. সি. সি. ৩৫৯: [২০১১] ১ এস. সি. আর. ৭২৪-উল্লেখ করা হয়েছে

১.৩ এটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় যে, প্রায়শই, বিচার আদালতগুলি অভিযুক্তকে তার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন না করে ধারা ৩১৩, সিআরপিসি-র অধীনে অভিযুক্তের বিবৃতি খুব নৈমিত্তিক এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে রেকর্ড করে। ধারা ৩১৩, সিআরপিসি-র অধীনে অভিযুক্তের পরীক্ষা নিছক পদ্ধতিগত রূপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে নাঃ এটি ন্যায্যতার মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। এই বিধানটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মূল্যবান নীতি "অডি আল্টারম পার্টেম" কে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ এটি অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে উপস্থিত অপরাধমূলক উপাদানগুলির জন্য একটি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম করে, অতএব, এটি আদালতের পক্ষ থেকে অভিযুক্তকে ন্যায্যভাবে, যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সাথে প্রশ্ন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। আদালতকে অভিযুক্তের সামনে অপরাধমূলক পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। অভিযুক্তের পরামর্শদাতার উপর একটি দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে তিনি তার প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করতে পারেন, বিচারের শুরু থেকেই, যথাযথ সতর্কতার সাথে, ধারা ৩০৪খ, আইপিসি ধারা ১১৩খ, সাক্ষ্য আইনের সাথে পড়ার বিশেষত্বগুলি বিবেচনা করে। ।অনুচ্ছেদ ২০।।২৮৪-সি-এফ।

১.৪ ধারা ২৩২, সিআরপিসি গুরুত্ব গ্রহণ করে, যা পড়ে হিসাবে, "যদি, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ, অভিযুক্তকে পরীক্ষা করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের বক্তব্য শোনার পর, বিচারক মনে করেন যে অভিযুক্তের অপরাধের কোনও প্রমাণ নেই, তাহলে বিচারক খালাসের আদেশ লিপিবদ্ধ করবেন।" একবার বিচার আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে অভিযুক্ত ধারা ২৩২-এর বিধান অনুসারে খালাস পাওয়ার যোগ্য নয়, তখন তাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং বিশেষত প্রতিরক্ষা প্রমাণের জন্য শুনানি ঠিক করতে হবে, অভিযুক্তকে তার প্রতিরক্ষা উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানাতে হবে ধারা ২৩৩-এর অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে যা অভিযুক্তকে প্রদত্ত একটি অমূল্য অধিকারও। এই ধরনের পদ্ধতিগত অধিকারের অস্তিত্ব সংহতভাবে ধারা ১১৩খ সাক্ষ্য আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমানের সাথে বসে। ।অনুচ্ছেদ ২১।।২৮৪-ই-এইচ।

১.৫ ধারা ৩০৪খ, আইপিসি সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিতর্কিত অংশটি হল যে এটি মৃত্যুকে নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি পায়রা ছিদ্র পদ্ধতি গ্রহণ করে না, যেমনটি আগে করা হয়েছিল। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের কারণ হল যে "স্বাভাবিক পরিস্থিতির বাইরে অন্যথায়" মৃত্যু ঘটতে পারে, সেক্ষেত্রে, নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হতে পারে। তবে, ধারা ৩০৪খ সেই পরিস্থিতিগুলিকেও সমাধান করার চেষ্টা করে যেখানে হত্যা বা আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা হিসাবে ছদ্মবেশ দেওয়া হয়। সুতরাং, যদি ধারা ৩০৪খ আইপিসির অন্যান্য সমস্ত উপাদান পূরণ করা হয়, তাহলে পুড়ে যাওয়া বা শারীরিক আঘাতের কারণে অথবা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অন্য কোনও কারণে ঘটে যাওয়া যেকোনো মৃত্যুকে আইনী আদেশ অনুসারে "যৌতুক মৃত্যু" বলা হবে এবং মহিলার স্বামী বা তার আত্মীয় "তার মৃত্যুর কারণ বলে গণ্য হবেন" যদি না অন্যথায় প্রমাণিত হয়।

এই ধারাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে যৌতুকজনিত মৃত্যুর অপরাধ কী গঠন করে এবং একক অপরাধী বা একাধিক অপরাধী যারা যৌতুকজনিত মৃত্যুর কারণ হয়েছে বা করেছে তাদেরও চিহ্নিত করে। [অনুচ্ছেদ ২২, ২৩] [অনুচ্ছেদ ২৮৪-এইচ; ২৮৫-এ-ডি]

মায়া দেবী বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৫) ১৭ এস. সি. সি. ৪০৫: [২০১৫] ১১ এস. সি. আর. ৯০৩; শান্তি বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৯১) ১ এস. সি. সি. ৩৭১: [১৯৯০] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ৬৭৫-উল্লিখিত।

১.৬ তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, মৃত ভুক্তভোগী পোড়া অবস্থায় মারা যান। যেহেতু মৃত্যুর সাথে বিয়ের সাত বছরের মধ্যে পোড়া আঘাতের সম্পর্ক ছিল, তাই এটি স্পষ্টভাবে অপরাধের প্রথম দুটি উপাদানকে সন্তুষ্ট করে। [অনুচ্ছেদ ২৫] [২৮৫-E-F]

১.৭ পরিস্থিতির শৃঙ্খল প্রমাণ করে যে যৌতুকের দাবি এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাগুলির মধ্যে একটি জীবন্ত এবং নিকটবর্তী যোগসূত্র রয়েছে। উক্ত সাক্ষীদের নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার পরে বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বিবৃতিগুলি সমর্থনমূলক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারা সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিল এবং একই ভিত্তিতে রায় দিয়েছিল যে মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল কারণ সে পর্যাপ্ত যৌতুক আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। [অনুচ্ছেদ ২৭] [অনুচ্ছেদ ২৮৬-বি-ডি]

১৮. এটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রপক্ষ সফলভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে তার বিয়ের প্রায় এক বছরের মধ্যে পোড়া আঘাতের কারণে মৃতের মৃত্যু হয়েছিল। এটি আরও প্রমাণিত হয়েছে যে তার মৃত্যুর ঠিক আগে যৌতুকের দাবি অনুসারে তাকে হয়রানি ও নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছিল। যেহেতু আইপিসি ধারা ৩০৪খ-র উপাদানগুলি সন্তুষ্ট, তাই ধারা ১১৩খ-র অধীনে অনুমান, সাক্ষ্য আইন আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করে, যারা আইপিসি ধারা ৩০৪খ-এর অধীনে নির্দিষ্ট অপরাধের কারণ বলে মনে করা হয়। [অনুচ্ছেদ ২৮] [২৮৬-ডি-এফ]

১.৯ অতএব, ধারা ১১৩-খ অনুযায়ী অনুমান প্রত্যাখ্যান করার ভার অভিযুক্তদের উপর ন্যস্ত হয়। তবে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এমন কোনও প্রমাণ নথিতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন যা প্রমাণ করে যে মৃত্যুটি দুর্ঘটনাজনিত ছিল বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, ডাক্তারের প্রমাণ অনুসারে, মৃতের পুরো শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নিরাপদে বাতিল করা যেতে পারে। অতএব, সাক্ষ্য আইনের ১১৩খ ধারায় বর্ণিত অনুমান এই বিশেষ মামলায় সম্পূর্ণরূপে কার্যকর, যা অভিযুক্ত-আপিলকারীরা খণ্ডন করেননি। আপিলকারীরা এই আদালতের পক্ষে নিম্নোক্ত আদালতের সমসাময়িক মতামতে হস্তক্ষেপ করার জন্য একটি মামলা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার ফলে অভিযুক্ত-আপিলকারীরা আইপিসি ধারা ৩০৪খ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। [অনুচ্ছেদ ২৯-৩১][২৮৬-এফ-এইচ; ২৮৭-বি-সি]

১.১০ অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপক্ষকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে আত্মহত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে যে ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছেন বলে বলা হয়েছে, তিনি তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই পরবর্তী প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, ১১৩ক ধারা, সাক্ষ্য আইন নির্দিষ্ট শর্তে একজন বিবাহিত মহিলাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী এবং/অথবা তার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে একটি অনুমান তৈরি করে। বিধানের একটি পর্যালোচনা ইঙ্গিত দেয় যে এই ধরনের অনুমান তখনই আকৃষ্ট হবে যখন আত্মহত্যার বিষয়টি প্রথমে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩৩] [২৮৭-ই-জি]

ওয়াজির চাঁদ বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৮৯) ১ এস সি সি ২৪৪-উল্লেখ করা হয়েছে

১.১১ তাত্ক্ষণিক স্বাচ্ছন্দ্যে, বিচার আদালতএবং হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মৃত ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। তবে, নীচের আদালতগুলি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা ইস্যুর উপর ভিত্তি করে, কারণ এর সমর্থনে নথিতে কোনও প্রমাণ নেই। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে আত্মহত্যার সত্য প্রমাণ করার জন্য অপর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল, ধারা ১১৩-ক, সাক্ষ্য আইনের অধীনে অনুমান রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে খুব বেশি সহায়ক নয়। পর্যাপ্ত প্রমাণ জমা দিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা মৃত ব্যক্তির আত্মহত্যার প্রয়োজনীয় উপাদান প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং, রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আত্মহত্যার কারণে মৃত্যু ঘটেছে। [অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৫] [২৮৮-বি-সি, ডি-এফ]

১.১২ আই. পি. সি-র ৩০৪খ ধারার অধীনে ১১৩খ ধারার সাথে পঠিত আইন, সাক্ষ্য আইনের সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া যেতে পারেঃ

i. ধারা ৩০৪খ, আই. পি. সি-কে অবশ্যই বধূ পোড়ানো এবং যৌতুক দাবির সামাজিক কুপ্রথা রোধ করার আইনি অভিপ্রায়ের কথা মাথায় রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ii. রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই প্রথমে আইপিসি-র ৩০৪খ ধারার অধীনে অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একবার এই উপাদানগুলি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, ১১৩খ ধারার অধীনে প্রদত্ত কার্যকারণের প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমান, সাক্ষ্য আইন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কাজ করে।

iii. আই. পি. সি-র ৩০৪ খ ধারায় "শীঘ্রই আগে" শব্দটির অর্থ অবিলম্বে আগের হিসাবে বোঝা যায় না। বাদীপক্ষকে অবশ্যই যৌতুকজনিত মৃত্যু এবং স্বামী বা তার আত্মীয়দের দ্বারা যৌতুকের দাবির জন্য নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির মধ্যে "নিকটবর্তী এবং জীবন্ত যোগসূত্র"-এর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

iv. আই. পি. সি-র ৩০৪বি ধারা মৃত্যুকে নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পায়রা ছিদ্র পদ্ধতি গ্রহণ করে না। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ না করার কারণ হল "স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া অন্যথায়" মৃত্যু ঘটলে তা নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হতে পারে।

v. আইপিসি-র ৩০৪খ ধারার অনিশ্চিত প্রকৃতির কারণে, ১১৩খ, সাক্ষ্য আইন, বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষ এবং প্রতিরক্ষা বিচার পরিচালনার সময় সতর্ক হওয়া উচিত।

vi. এটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় যে, প্রায়শই, বিচার আদালতগুলি অভিযুক্তকে তার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন না করে, ৩১৩ ধারা, সিআরপিসির অধীনে বিবৃতিটি খুব নৈমিত্তিক এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করে। এটি লক্ষ করা উচিত যে ৩১৩ ধারা, সিআরপিসির অধীনে অভিযুক্তের পরীক্ষা নিছক পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, কারণ এটি ন্যায্যতার মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। উক্ত বিধানটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মূল্যবান নীতি "অডি আল্টারম পার্টেম" কে অন্তর্ভুক্ত করে কারণ এটি অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে উপস্থিত অপরাধমূলক উপাদানগুলির জন্য একটি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম করে। অতএব, এটি আদালতের উপর যত্ন এবং সতর্কতার সাথে অভিযুক্তকে ন্যায্যভাবে প্রশ্ন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

vii. আদালতকে অবশ্যই অভিযুক্তের সামনে অপরাধমূলক পরিস্থিতি রাখতে হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া চাইতে হবে। অভিযুক্তের আইনজীবীর উপরও একটি কর্তব্য রয়েছে যে বিচার শুরু হওয়ার পর থেকেই যথাযথ সতর্কতার সাথে তার প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করা উচিত, আইপিসির ধারা ৩০৪**B** এবং ধারা ১১৩খ, সাক্ষ্য আইনের বিশেষত্ব বিবেচনায় রেখে।

viii. ধারা ২৩২, সিআরপিসি প্রদান করে যে, "যদি, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে, অভিযুক্তকে পরীক্ষা করে এবং রাষ্ট্রপক্ষ এবং প্রতিরক্ষা শুনানির পরে, বিচারক বিবেচনা করেন যে অভিযুক্ত যে অপরাধ করেছে তার কোনও প্রমাণ নেই, বিচারক খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করবেন।" এই ধরনের বিচক্ষণতা অবশ্যই বিচার আদালত দ্বারা সর্বোত্তম প্রচেষ্টার বাধ্যবাধকতা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

ix. একবার বিচার আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে অভিযুক্তকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩২ ধারার বিধান অনুসারে খালাস দেওয়া যাবে না, তখন তাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা প্রমাণের জন্য শুনানি ঠিক করতে হবে, অভিযুক্তকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে তার প্রতিরক্ষা উপস্থাপন করার আহ্বান জানাতে হবে, যা অভিযুক্তকেও প্রদত্ত একটি অমূল্য অধিকার।

x. একই সময়ে, বিচার আদালতগুলিকে দ্রুত বিচারের অধিকারের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তাঁর মতে, বিলম্বের কৌশল হিসাবে বিধানগুলিকে অপব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

xi. রায় দেওয়ার সময় এবং যথাযথ শাস্তি দেওয়ার সময় সভাপতিত্বকারী বিচারকের এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসরণ করা উচিত।

xii. নিঃসন্দেহে, যৌতুকজনিত মৃত্যুর বিপদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, এটিও দেখা গেছে যে কখনও কখনও স্বামীর পরিবারের সদস্যদের জড়িত করা হয়, যদিও অপরাধ করার ক্ষেত্রে তাদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই এবং তারা দূরবর্তী স্থানে বসবাস করছে। এই ক্ষেত্রে, আদালতকে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সতর্ক থাকতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৩৬] [২৮৮-এফ-এইচ; ২৮৯-এ-এইচ; ২৯০-এ-ই]

১.১৩ প্রাসঙ্গিক উপাদান এবং উপলব্ধ প্রমাণগুলি খতিয়ে দেখার পরে, এটি পাওয়া গেছে যে হাইকোর্ট এবং বিচার আদালত আইপিসি-র ৩০৪খ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি কারণ আবেদনকারীরা ধারা ১১৩খ, সাক্ষ্য আইনের অধীনে বোঝা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে, তথ্য এবং পরিস্থিতি অনুধাবনের ভিত্তিতে আইপিসি-র ৩০৬ ধারার অধীনে অপরাধ করা হয় না। অতএব, আইপিসি-র ৩০৬ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বাতিল করা হয়। [অনুচ্ছেদ ৩৭] [২৯০-ই-জি]

নরহত্যার উপর বিশ্বব্যাপী অধ্যয়নঃ মাদক ও অপরাধ সম্পর্কিত জাতিসংঘের কার্যালয় দ্বারা প্রকাশিত নারী ও মেয়েদের লিঙ্গ-সম্পর্কিত হত্যা-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

[2015] 5 SCR 777 Referred to Para 8

[2018] 7 SCR 1191 Referred to Para 9

[2000] 3 SCR 662 Referred to Para 14

[2015] 2 SCR 835 Referred to Para 14

[2011] 1 SCR 724 Referred to Para 17

[2015] 11 SCR 903 Referred to Para 23

[1990] 2 Suppl. SCR 675 Referred to Para 23

[1989] 1 SCC 244 Referred to Para 33

ফৌজদারি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৭৩৫-১৭৩৬

চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ০৬.১১.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, ফৌজদারি আপিল নং ৩-এসবি এবং ১৬-এসবি ১৯৯৮-এ এফআইআর নং। ধারা ৩০৪খ/৩০৬/৩৪ এর অধীনে ৩১.০৭.১৯৯৫ তারিখে।

দিব্যাদীপ চতুর্বেদী, নবীন শর্মা, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

রাজ সিং রানা, এএজি, পঙ্কজ কুমার সিং, সঞ্জয় কুমার ভিসেন, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

এন. ভি. রামনা, প্রধান বিচারপতি

১. বর্তমান আপিলগুলি ০৬.১১.২০০৮ তারিখে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩-এসবি এবং ১৯৯৮ সালের ১৬-এসবিতে প্রদত্ত বিতর্কিত রায় থেকে উদ্ভূত, যেখানে হাইকোর্ট আপিলকারীদের করা আপিল খারিজ করে দেয় এবং ১১.১২.১৯৯৭ তারিখে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজার আদেশ বহাল রাখে।

২. মামলার অভিযোগ হলো, মৃত এবং অভিযুক্ত-আপিলকারী নং ১-এর বিবাহ হয়েছিল ০১.০৭.১৯৯৪ তারিখে। ৩১.৭.১৯৯৫ তারিখে, বিকাল ৪টা বা ৪.৩০ মিনিটে, কিছু ব্যক্তি অভিযোগকারীকে জানায় যে তার মেয়ে অসুস্থ এবং হাসপাতালে ভর্তি।

এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছন এবং দেখতে পান যে পোড়া আঘাতের কারণে মৃত ব্যক্তিটি মারা গেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি ছিল যে বিবাহের ঠিক এক বছর পরে মৃত ব্যক্তি নিজেকে জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগে উভয় অভিযুক্তের দ্বারা কম যৌতুক আনার কারণে তিনি নিষ্ঠুরতা ও হয়রানির শিকার হয়েছিলেন।

৩. আপিলকারীদের বিচার আদালতদ্বারা ১১.১২.১৯৯৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আইপিসি-র ৩০৪-খ এবং ৩০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং আইপিসি-র ৩০৪-খ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং আইপিসি-র ৩০৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছিল।

৪. এর ফলে আপীলকারীরা বিচার আদালতকর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজার আদেশ বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট ০৬.১১.২০০৮ তারিখের বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে বিচার আদালতের আদেশ বহাল রাখে এবং আপীলকারীদের দায়ের করা আপিল খারিজ করে দেয়। আপীলকারীরা নীচের আদালতগুলির সমবর্তী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে বিশেষ ছুটির মাধ্যমে বর্তমান আপিলগুলি দায়ের করেছেন।

৫. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী বলেন যে, বর্তমান মামলায় দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে যৌতুকের দাবি ছিল। সবশেষে, রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে দাবিটি, একটি ছিল বলে ধরে নিয়ে, মৃত-ভুক্তভোগীর মৃত্যুর নিকটবর্তী করা হয়েছিল।

৬. অন্যদিকে, প্রত্যর্থী রাজ্যের বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে আপিলকারীরা এমন কোনও উপাদান দেখাতে সক্ষম হননি যা নীচের আদালতগুলির সমবর্তী অনুসন্ধানে এই আদালতের হস্তক্ষেপের যোগ্য। আইনজীবী বিশেষত এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন যে মৃত ভুক্তভোগীর সন্দেহজনক মৃত্যু বিয়ের প্রায় ১ বছরের মধ্যে ঘটেছিল। উপরন্তু, সাক্ষীরা ধারাবাহিকতার সাথে যৌতুকের দাবির নির্দিষ্ট উদাহরণগুলি উল্লেখ করেছেন। ৭. উভয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর এবং নথির বিষয়বস্তু পর্যালোচনার পর, এই আদালতকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেঃ

I. বিচার আদালতএবং হাইকোর্ট, আইপিসি-র ৩০৪খ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কিনা?

II. বিচার আদালতএবং হাইকোর্ট, আইপিসি-র ৩৭৬ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কিনা?

সমস্যা I

৮. শুরুতে যৌতুকজনিত মৃত্যুর আইন বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক। আইপিসি-র ৩০৪-খ ধারা, যা যৌতুকের দাবির জন্য শাস্তির সংজ্ঞা দেয় এবং বিধান দেয়, তা নিম্নরূপঃ

"৩০৪-খ. যৌতুকজনিত মৃত্যু।-(১) বিবাহের সাত বছরের মধ্যে যদি কোনও মহিলার মৃত্যু কোনও পোড়া বা শারীরিক আঘাতের কারণে হয় বা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া অন্যথায় ঘটে এবং এটি দেখানো হয় যে তার মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি তার স্বামী বা তার স্বামীর কোনও আত্মীয় দ্বারা যৌতুকের কোনও দাবির জন্য বা তার সাথে সম্পর্কিত নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, তবে এই মৃত্যুকে 'যৌতুকজনিত মৃত্যু' বলা হবে এবং এই ধরনের স্বামী বা আত্মীয় তার মৃত্যুর কারণ বলে মনে করা হবে।

ব্যাখ্যা। এই উপধারার উদ্দেশ্যে, 'যৌতুক'-এর অর্থ যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১ (১৯৬১-এর ২৮)-এর ধারা ২-এর অর্থের মতোই হবে।

(২) যে কেউ যৌতুকজনিত মৃত্যু ঘটায় তাকে এমন একটি মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা সাত বছরের কম হবে না কিন্তু যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।"

ধারা ৩০৪খ (১) একজন মহিলার 'যৌতুকজনিত মৃত্যু' কে সংজ্ঞায়িত করে। এতে বলা হয়েছে যে 'যৌতুকজনিত মৃত্যু' হল যেখানে কোনও মহিলার মৃত্যু বিয়ের সাত বছরের মধ্যে পোড়া বা শারীরিক আঘাতের কারণে বা স্বাভাবিক পরিস্থিতির বাইরে অন্যথায় ঘটে এবং এটি দেখানো হয় যে তার মৃত্যুর ঠিক আগে, যৌতুকের দাবিতে তার স্বামী বা তার স্বামীর কোনও আত্মীয় তাকে নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার করেছিলেন। উপ-প্রকরণ (২) যৌতুকজনিত মৃত্যুর জন্য শাস্তি প্রদান করে। তদনুসারে, মেজর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০১৫) ৫ এসসিসি ২০১, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ

"১০. আই. পি. সি-র ৩০৪-খ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে হবেঃ

(i) কোনও মহিলার মৃত্যু পোড়া বা শারীরিক আঘাতের কারণে বা 'স্বাভাবিক পরিস্থিতি' ছাড়া অন্য কোনও কারণে হওয়া উচিত;

(ii) এই ধরনের মৃত্যু তার বিয়ের সাত বছরের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল;

(iii) সে অবশ্যই তার স্বামী বা তার স্বামীর কোনও আত্মীয় দ্বারা নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার হয়েছে;

(iv) এই ধরনের নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি যৌতুকের দাবির জন্য বা তার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত; এবং

(v) এই ধরনের নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি মহিলার মৃত্যুর ঠিক আগে দেখা গেছে।"

৯. আই. পি. সি-র ৩০৪-খ ধারার ব্যাখ্যায় যে প্রথম বিতর্কিত অংশটি বিদ্যমান, তা এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত "শীঘ্রই আগে" বাক্যাংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি ফৌজদারি আইন হওয়ায়, সাধারণত এটি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে, যেখানে কঠোর ব্যাখ্যা অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে বা আইনের চেতনার বিরুদ্ধে যায়, আদালত যথাযথ ক্ষেত্রে এই ধরনের অস্পষ্টতা সমাধানের জন্য তাদের স্বাভাবিক অর্থে নেওয়া শব্দের প্রকৃত আমদানির উপর নির্ভর করতে পারে। [মুম্বাইয়ের কাস্টমস কমিশনার (আমদানি), দিলীপ কুমার অ্যান্ড কোম্পানি, (২০১৮) ৯ এসসিসি ১, গুজরাট রাজ্য বনাম মনসুখভাই কাঞ্জিভাই শাহ, ২০২০ এসসিসি অনলাইন এসসি ৪১২ দেখুন]। এই মুহূর্তে, এই ধারার আইন প্রণয়নের ইতিহাস অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, যাতে আইপিসির ৩০৪-খ ধারা অন্তর্ভুক্তির পিছনে আইনসভার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়।

১০. ধারা ৩০৪-খ, আইপিসি একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক কুপ্রথা নিরসনের জন্য সংসদ কর্তৃক গৃহীত অনেক আইনী উদ্যোগের মধ্যে একটি। যৌতুক হয়রানির ক্ষতিকারক প্রকৃতি, যেখানে স্বামী এবং তার আত্মীয়দের লোভী দাবির কারণে বিবাহিত মহিলারা নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছেন। এই সামাজিক কুপ্রথা নির্মূল করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সংসদ যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১ প্রণয়ন করেছে। আরও, যেহেতু পদক্ষেপগুলি অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তাই ফৌজদারি আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ৪৬ নং আইন) পাস করা হয়েছিল যেখানে আইপিসিতে ধারা ৪৯৮-এ সহ অধ্যায় XX-ক চালু করা হয়েছিল।

১১. তবে, উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি সত্ত্বেও, যৌতুক হয়রানির বিষয়টি এখনও প্রচলিত ছিল। উপরন্তু, যৌতুকের দাবির পরে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে অল্পবয়সী কনের মৃত্যুর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যৌতুকজনিত মৃত্যু রোধে একটি কঠোর আইনের প্রয়োজনীয়তা আইন কমিশন তার ৯১ তম আইন কমিশনের প্রতিবেদনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছিল। আইন কমিশন স্বীকার করেছে যে, সেই সময়ে বিদ্যমান আইপিসি, অপরাধের প্রকৃতি এবং পদ্ধতির কারণে যৌতুকজনিত মৃত্যুর সমস্যা মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত ছিল।

তারা নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"১.৩ যৌতুক মৃত্যুর কোনও নির্দিষ্ট ঘটনায়, যদি তথ্যগুলি আইনের কাছে ইতিমধ্যেই জানা কোনও অপরাধের আইনি উপাদানগুলিকে সন্তুষ্ট করে এবং যদি সেই তথ্যগুলি খুব বেশি অসুবিধা ছাড়াই প্রমাণ করা যায়, তাহলে অপরাধীকে শাস্তির আওতায় আনার জন্য বিদ্যমান ফৌজদারি আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তবে বাস্তবে, দুটি প্রধান বাধা দেখা দেয়-

(i) হয় তথ্যগুলি কোনও জ্ঞাত অপরাধের মূল বিষয়বস্তুর সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না; অথবা

(ii) পরিস্থিতির বিশেষত্ব এতটাই যে, সরাসরি অপরাধমূলক তথ্যের প্রমাণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে**)**

১২. উপরোক্ত আইন কমিশনের প্রতিবেদন এবং যৌতুক সম্পর্কিত অপরাধ সম্পর্কিত অব্যাহত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, সংসদ যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, পাশাপাশি আইপিসি-তে সংশোধনী এনে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ **(**সংশোধনী**)** আইন, ১৯৮৬ **(**১৯৮৬-এর ৪৩ নং আইন**)** প্রণয়ন করে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে, আইপিসি-তে ৩০৪-খ ধারাটি বিশেষভাবে চালু করা হয়েছিল, ভারতে যৌতুকজনিত মৃত্যুর বিপদ রোধ করার জন্য একটি কঠোর বিধান হিসাবে। শ্রীমতি মার্গারেট আলভা, যিনি রাজ্যসভায় সংশোধনী বিলটি উপস্থাপন করেছিলেন, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"এটি একটি সামাজিক কুপ্রথা এবং সামাজিক আইন, যেমন আমি বলেছিলাম যে সবকিছু সংশোধন করা যায় না। আমরা দেখার চেষ্টা করছি কিভাবে এবং কোথায় আমরা এটিকে আরও একটু কঠিন করে তুলতে পারি এবং তাই আমরা শাস্তি বাড়িয়েছি। আমরা কিছু অনুমানের ব্যবস্থাও করেছি কারণ এখন পর্যন্ত আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল প্রমাণের প্রশ্ন। কারণ কনে সাধারণত পুড়ে যায় বা স্ত্রী শ্বশুরবাড়ির বন্ধ দরজার পিছনে থাকে। আপনি সত্যিই কখনও কোনও মেয়েকে তার মায়ের বাড়িতে বা স্বামীর বাড়িতে রান্না করার সময় পুড়িয়ে ফেলার কথা শোনেননি। এটি সর্বদা শাশুড়ির বাড়িতে থাকে যে সে আগুন ধরে যায় এবং রান্নাঘরে পুড়ে যায়। অতএব, অবিলম্বে প্রমাণ পাওয়া একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, আমরা কয়েকটি সংশোধনী এনেছি যা কিছু অনুমান দেয় যেখানে প্রমাণের বোঝা স্বামী এবং তার জনগণের উপর চলে যায় যাতে এটি দেখানো যায় যে এটি যৌতুকজনিত মৃত্যু নয় বা এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়নি।

(জোর দেওয়া হয়েছে**)**

১৩. এই ধরনের সামাজিক কুপ্রথা যে আজও অব্যাহত রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মাদক ও অপরাধ বিষয়ক জাতিসংঘের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত "নরহত্যাঃ নারী ও মেয়েদের লিঙ্গ-সম্পর্কিত হত্যা" সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী গবেষণা শীর্ষক একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০১৮ সালে মহিলাদের যৌতুকজনিত মৃত্যুর হার বার্ষিক সমস্ত মহিলা হত্যার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ, যা ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় অপরাধ নথি ব্যুরোর দেওয়া সর্বশেষ তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২০১৯ সালেই, শুধুমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪-বি ধারার অধীনে ৭১১৫টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

১৪. এই ধরনের আইনের তাৎপর্য বিবেচনা করে, একটি কঠোর ব্যাখ্যা সেই উদ্দেশ্যকেই পরাজিত করবে যার জন্য এটি কার্যকর করা হয়েছিল। অতএব, এটি অনুমান করা নিরাপদ যে যখন আইনসভা শব্দগুলি ব্যবহার করেছিল, "শীঘ্রই আগে" তাদের অর্থ "অবিলম্বে আগে" ছিল না। বরং, তারা আদালতের হাতে তার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছিল। নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির বিষয়টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পৃথক হয়। এমনকি নিষ্ঠুরতার বর্ণালীও বেশ বৈচিত্র্যময়, কারণ এটি শারীরিক, মৌখিক বা এমনকি আবেগগত হতে পারে, এই তালিকাটি অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়। অতএব এই আদালত দ্বারা "শীঘ্রই আগে" বাক্যাংশটি কী বোঝায় তা নির্ধারণ করার জন্য কোনও স্ট্রেইট জ্যাকেট সূত্র স্থাপন করা যায় না। কংস রাজ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০০০) ৫ এসসিসি ২০৭ মামলায় এই আদালত পূর্বোক্ত অবস্থানের উপর জোর দিয়েছিল, যেখানে তিন বিচারকের বেঞ্চ স্থির করেছিল যেঃ

"১৫...."শীঘ্রই আগে" একটি আপেক্ষিক শব্দ যা প্রতিটি মামলার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করে কোনও স্ট্রেট জ্যাকেট সূত্র নির্ধারণ করা যায় না।... যৌতুকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, মৃত ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির অস্তিত্ব দেখানো পরিস্থিতিগুলি কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সাধারণত আচরণের একটি ধারাকে বোঝায়। এই ধরনের আচরণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকতে পারে.... যৌতুকের দাবির উপর ভিত্তি করে নিষ্ঠুরতার প্রভাব এবং ফলস্বরূপ মৃত্যুর মধ্যে নিকটতম এবং সরাসরি যোগসূত্র রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। যৌতুকের দাবি, এই ধরনের দাবির উপর ভিত্তি করে নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি এবং মৃত্যুর তারিখ সময়ের সাথে খুব বেশি দূরে থাকা উচিত নয় যা পরিস্থিতিতে, যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

রাজিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০১৫) ৬ এসসিসি ৪৭৭ মামলায় এই আদালতও একই রকম মতামত গ্রহণ করেছে।

১৫. অতএব, আদালতকে তাদের বিচক্ষণতা ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে হবে যে নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি এবং ভুক্তভোগীর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়কাল "শীঘ্রই আগে" সময়ের মধ্যে আসবে কিনা। উপরের নির্ধারণের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল নিষ্ঠুরতা এবং ভুক্তভোগীর ফলস্বরূপ মৃত্যুর মধ্যে একটি * নিকটবর্তী এবং জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করা।

১৬. যখন রাষ্ট্রপক্ষ দেখায় যে "তার মৃত্যুর ঠিক আগে এই ধরনের 'মহিলাকে এই ধরনের ব্যক্তির দ্বারা যৌতুকের জন্য কোনও দাবির জন্য নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার করা হয়েছে', তখন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য আইনের ১১৩-খ ধারার অধীনে কার্যকারণের অনুমান উত্থাপিত হয়। তারপরে, অভিযুক্তকে এই বিধিবদ্ধ অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ১১৩খ ধারা, সাক্ষ্য আইন নিম্নরূপঃ

"১১৩খ. যৌতুকজনিত মৃত্যু সম্পর্কে অনুমান-যখন প্রশ্ন করা হয় যে কোনও ব্যক্তি কোনও মহিলার যৌতুকজনিত মৃত্যু ঘটিয়েছে কিনা এবং এটি দেখানো হয় যে তার মৃত্যুর ঠিক আগে এই মহিলা যৌতুকের কোনও দাবির জন্য বা তার সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার হয়েছেন, তখন আদালত ধরে নেবে যে এই ব্যক্তি যৌতুকজনিত মৃত্যুর কারণ ছিলেন।

ব্যাখ্যা।-এই ধারার উদ্দেশ্যে, "যৌতুকজনিত মৃত্যু" হবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪বি ধারার মতো একই অর্থ রয়েছে কোড (১৮৬০-এর ৪৫) "

১৭. এই আদালত, বংশী লাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১১) ১১ এসসিসি ৩৫৯ মামলায়, আইপিসি-এর ধারা ৩০৪-খ-এর উপাদানগুলি প্রমাণিত হওয়ার পরে সাক্ষ্য আইনের ধারা ১১৩-খ-এর অধীনে অনুমানের বাধ্যতামূলক প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছেনঃ

"১৯. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আইনসভা তার বিজ্ঞতার সাথে 'করবে' শব্দটি ব্যবহার করেছে, আদালতের পক্ষ থেকে একটি বাধ্যতামূলক আবেদন করে ধরে নেওয়া হয়েছে যে মৃত্যু সেই ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যিনি যৌতুকের দাবির সাথে সম্পর্কিত নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির শিকার হয়েছেন। ... অতএব, উপরোক্ত বিবেচনায়, অনুমানটি খণ্ডন করার দায়িত্ব অভিযুক্তের উপর বর্তায় এবং ধারা ১১৩-B, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪-B এর সাথে সম্পর্কিত, প্রমাণ করার দায়িত্ব একচেটিয়াভাবে এবং ভারীভাবে অভিযুক্তের উপর নির্ভর করে। ...

২০. অতএব, যদি এই ধরনের মৃত্যুর মূল উপাদানগুলি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে আদালতের কর্তব্য হল এই ধারণা উত্থাপন করা যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যৌতুকজনিত মৃত্যু ঘটিয়েছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮. অতএব, একবার রাষ্ট্রপক্ষের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, ধারা ১১৩-বি, সাক্ষ্য আইনের অধীনে অনুমান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে। উদ্ভূত কার্যকারণের এই অনুমান অভিযুক্ত দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।

১৯. ধারা ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইনের অধীনে কার্যকারণের প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমানের ব্যবহার বিচারক, প্রতিরক্ষা এবং রাষ্ট্রপক্ষের উপর একটি বৃহত্তর দায়িত্ব তৈরি করে। ধারা ৩০৪-খ, আইপিসি সম্পর্কিত ফৌজদারি বিচার পরিচালনার সময় তাদের অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া দরকার। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য, পদ্ধতিগত আইনের কিছু সুরক্ষা রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করার যোগ্য।

২০. এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, প্রায়শই, বিচার আদালতগুলি সিআরপিসির ধারা ৩১৩ এর অধীনে একজন অভিযুক্তের বক্তব্য খুব নীরস এবং অযৌক্তিকভাবে নথিভুক্ত করে, অভিযুক্তকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশ্ন না করে। এটা মনে রাখা উচিত যে, সিআরপিসির ৩১৩ ধারার অধীনে একজন অভিযুক্তের জিজ্ঞাসাবাদকে কেবল একটি পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, কারণ এটি ন্যায্যতার মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। এই বিধানটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মূল্যবান নীতি-"অডি আল্টারম পারটেম"-কে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ এটি অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে উপস্থিত অপরাধমূলক উপাদানগুলির জন্য একটি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম করে। অতএব, এটি আদালতের পক্ষ থেকে অভিযুক্তকে ন্যায্যভাবে, যত্ন এবং সতর্কতার সাথে প্রশ্ন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। আদালতকে অবশ্যই অভিযুক্তের সামনে অপরাধমূলক পরিস্থিতি তুলে ধরতে হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া চাইতে হবে। অভিযুক্তের পরামর্শদাতার উপর একটি দায়িত্বও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি তার প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করবেন, বিচারের শুরু থেকেই, যথাযথ সতর্কতার সাথে, ধারা ৩০৪-খ, আইপিসি ধারা ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইনের সাথে পাঠের বিশেষত্ব বিবেচনা করে।

২১. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩২ ধারা গুরুত্ব বহন করে, যা বলে, "যদি, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে প্রমাণ নেওয়ার পরে, অভিযুক্তকে পরীক্ষা করে এবং রাষ্ট্রপক্ষ ও প্রতিরক্ষা শুনানির পরে, বিচারক মনে করে যে অভিযুক্ত যে করেছে তার কোনও প্রমাণ নেই।" একবার বিচার আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে অভিযুক্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩২ ধারার বিধান অনুসারে খালাস পাওয়ার যোগ্য নয়, তখন তাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং বিশেষত প্রতিরক্ষা প্রমাণের' জন্য শুনানি ঠিক করতে হবে, অভিযুক্তকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে তার প্রতিরক্ষা উপস্থাপন করার আহ্বান জানাতে হবে, যা অভিযুক্তকেও প্রদত্ত একটি অমূল্য অধিকার। এই ধরনের পদ্ধতিগত অধিকারের অস্তিত্ব সংহতভাবে ধারা ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমানের সাথে বসে।

২২. আইপিসির ধারা ৩০৪-খ সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিতর্কিত অংশটি হল, এটি মৃত্যুকে হত্যা, আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোনও অপ্রীতিকর পদ্ধতি গ্রহণ করে না, যেমনটি আগে করা হয়েছিল।

এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ না করার কারণ হল যে "স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া অন্যথায়" মৃত্যু ঘটলে তা নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হতে পারে। তবে, আইপিসি-র ৩০৪-খ ধারা সেই পরিস্থিতিগুলিকেও সমাধান করার চেষ্টা করে যেখানে খুন বা আত্মহত্যাকে দুর্ঘটনা হিসাবে ছদ্মবেশ দেওয়া হয়।

২৩. অতএব, যদি আই. পি. সি-র ৩০৪-খ ধারার অন্যান্য সমস্ত উপাদান পূরণ করা হয়, তবে পোড়া বা শারীরিক আঘাতের কারণে বা 'স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত অন্যথায় ঘটে যাওয়া' কোনও মৃত্যুকে আইন প্রণয়নের আদেশ অনুসারে 'যৌতুকজনিত মৃত্যু' বলা হবে এবং মহিলার স্বামী বা তার আত্মীয় 'তার মৃত্যুর কারণ বলে বিবেচিত হবে' যদি না অন্যথায় প্রমাণিত হয়। এই ধারাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে যৌতুকজনিত মৃত্যুর অপরাধ কী গঠন করে এবং একক অপরাধী বা একাধিক অপরাধী যারা যৌতুকজনিত মৃত্যুর কারণ হয়েছে বা করেছে তাদেরও চিহ্নিত করে। [উল্লেখ করুন মায়া দেবী বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৫) ১৭ এস. সি. সি. ৪০৫, শান্তি বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (১৯৯১) ১ এস. সি. সি. ৩৭১]

২৪. আই. পি. সি-র ৩০৪-খ ধারায় আইন মেনে চলার পর, আমরা এখন এই মামলার গুণাগুণের দিকে ফিরে যেতে পারি। এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারীদের আইনজীবীর জমা দেওয়া আবেদন অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, মৃত এবং অভিযুক্তদের বিয়ে হয়েছিল ০১.০৭.১৯৯৪-এ, এবং মহিলার মৃত্যু হয়েছিল ৩১.০৭.১৯৯৫-এ।

২৫. মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে, ডাক্তার (পি. ডব্লিউ. ৩) মৃত ব্যক্তির শরীরে কেরোসিন তেলের গন্ধ পেয়েছিলেন যিনি ৮৫ শতাংশ পোড়া আঘাতের শিকার হয়েছিলেন। অতএব, বর্তমান ক্ষেত্রে, মৃত ভুক্তভোগী বাসে মারা গিয়েছিলেন। যেহেতু মৃত্যুর সাথে বিয়ের সাত বছরের মধ্যে পোড়া আঘাতের সম্পর্ক ছিল, এটি স্পষ্টভাবে অপরাধের প্রথম দুটি উপাদানকে সন্তুষ্ট করে।

২৬. যৌতুকের দাবির বিষয়ে কথা বলতে গেলে, নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, বিয়ের এক মাস পর যখন রক্ষা বন্ধন উপলক্ষে মৃত ব্যক্তির ভাই (পি. ডব্লিউ. ৭) তার সঙ্গে বৈবাহিক বাড়িতে দেখা করতে আসেন, তখন মৃত ব্যক্তি প্রকাশ করেন যে, অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়ি অপর্যাপ্ত যৌতুক আনার কারণে তাকে শারীরিকভাবে হয়রানি করতেন। উপরন্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট স্কুটারের দাবি জানিয়েছিলেন। এই প্রকাশ অনুসারে, তাকে তার পৈতৃক বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল যেখানে এই বিষয়টি মৃত ব্যক্তির বাবার (পি. ডব্লিউ. ৬) কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে, তার মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে, মৃত ব্যক্তি তার বৈবাহিক বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। মৃতা যখন তার বাবার সাথে দেখা করতে এসেছিল, তখন তিনি উপরোক্ত ঘটনাটি তার বাবার কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

২৭. এখানে জোর দিয়ে বলতে হবে যে, মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ আগে, তীজ উৎসব উপলক্ষে, মৃতের আরেক ভাই (পি. ডব্লিউ. ১০) তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন যখন সে তার বৈবাহিক বাড়িতে ছিল। মৃত ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছে তার দুর্দশার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। তারপরে, ৩১.০৭.১৯৯৫-এ, মৃতের বাবাকে কিছু গ্রামবাসী জানিয়েছিলেন যে তার মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পৌঁছানোর পর, বাবা দেখতে পান যে মৃত ব্যক্তি পুড়ে মারা গেছেন। উপরোক্ত পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে যৌতুকের দাবি এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্যে একটি সরাসরি এবং নিকটবর্তী যোগসূত্র ছিল। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট, উপরোক্ত সাক্ষীদের কাছ থেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বিবৃতিগুলি সমর্থনমূলক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারা সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিল এবং এর ভিত্তিতে রায় দিয়েছিল যে পর্যাপ্ত যৌতুক আনতে ব্যর্থ হওয়ায় মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল। আমরা বিচার আদালতএবং হাইকোর্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সাথে সম্পূর্ণ একমত।

২৮. উপরের বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রপক্ষ সফলভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে যে, তার বিয়ের প্রায় এক বছরের মধ্যে পোড়া আঘাতের কারণে মৃতের মৃত্যু হয়েছে। এটি আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, তার মৃত্যুর ঠিক আগে যৌতুকের দাবি অনুযায়ী তাকে হয়রানি ও নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছিল। যেহেতু আইপিসি-র ৩০৪-বি ধারার উপাদানগুলি সন্তুষ্ট, তাই ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইনের অধীনে অনুমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করে, যারা আইপিসি-র ৩০৪-খ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট অপরাধের কারণ বলে মনে করা হয়।

২৯. অতএব অভিযুক্তদের উপর বোঝা সরে যায় যে তিনি উপরোক্ত অনুমান প্রত্যাখ্যান করবেন। আপিলকারীদের আইনজীবী আমাদের সামনে প্রচার করেছেন যে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ঘটনা, এবং তাই তাদের উপর কোনও দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা যাবে না। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুর ঘটনাটিকে দুর্ঘটনাজনিত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কহীন প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৩০. এখানে এটা মনে রাখা উচিত যে, ডাক্তারের প্রমাণ অনুযায়ী, মৃতের পুরো শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নিরাপদে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিচার আদালত যেমন উপসংহারে পৌঁছেছেঃ

"এই সমস্ত পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, হয় মৃত ব্যক্তি তার শরীরে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে আত্মহত্যা করেছেন অথবা 'অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অন্য কেউ তার শরীরে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়েছেন এবং অভিযুক্তের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী দ্বারা দুর্ঘটনার আবেদন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা মোটেও প্রমাণিত নয়।"

৩১. অতএব, ধারা ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইনে সংযুক্ত অনুমানটি এই বিশেষ মামলায় সম্পূর্ণ কার্যকর হয়, যা এখানে অভিযুক্ত-আবেদনকারীরা প্রত্যাখ্যান করেননি। আবেদনকারীরা নীচের আদালতের সমবর্তী মতামতগুলিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য একটি মামলা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে, ধারা ৩০৪-খ, আইপিসির অধীনে অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করেছে।

<u>সমস্যা ▮▮</u>

৩২. আই. পি. সি-র ৩০৪-খ ধারার অধীনে তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়া ছাড়াও, আবেদনকারীরা অতিরিক্তভাবে আই. পি. সি-র ৩০৬ ধারার অধীনে তাদের দোষী সাব্যস্ত করাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আই. পি. সি-র ৩০৬ ধারা আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"৩০৬.আত্মহত্যার প্ররোচনা।-যদি কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহলে যে কেউ এই ধরনের আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়, তাকে দশ বছর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।"

৩৩. বিধানটির একটি খালি পাঠ ইঙ্গিত দেয় যে আইপিসি-র ৩০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপক্ষকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে একটি আত্মহত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে যে ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছেন বলে বলা হয়, তিনি তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই পরবর্তী প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে, ধারা ১১৩-ক, সাক্ষ্য আইন নির্দিষ্ট শর্তে কোনও বিবাহিত মহিলার আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী এবং/অথবা তার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে একটি অনুমান তৈরি করে। অন্যান্য শর্তে না গিয়ে, বিধানের একটি পর্যালোচনা ইঙ্গিত দেয় যে এই ধরনের অনুমান তখনই আকৃষ্ট হবে যখন প্রথমে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা আত্মহত্যার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদালত ওয়াজির চাঁদ বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (১৯৮৯) ১ এস. সি. সি. ২৪৪-এর ক্ষেত্রে এল. পি. সি.-এর অধীনে অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বিবেচনা করেছিল, যেখানে এই আদালত স্থির করেছিল যেঃ

"৫.....ধারা ৩০৬ এবং ৩০৭ (এসআইসি ১০৭) একসাথে পড়লে এটা স্পষ্ট যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে এবং এই প্ররোচনার ফলে অন্য ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহলে প্ররোচনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারার অধীনে আত্মহত্যায় প্ররোচনার জন্য শাস্তিযোগ্য।

এই বিধানের একটি সরল পাঠ দেখায় যে কোনও ব্যক্তিকে অন্য কোনও ব্যক্তির আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার আগে, এটি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে এই ধরনের অন্য ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৪. বর্তমান মামলায় বিচার আদালতএবং হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মৃত ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। তবে, আমরা বিবেচনা করছি যে নীচের আদালতগুলি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা অনুমানের উপর ভিত্তি করে, কারণ এর সমর্থনে রেকর্ডে কোনও প্রমাণ নেই। এই বিষয়ে বিচার আদালতের যুক্তি নিম্নরূপঃ

"এছাড়াও, রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা কোনও সরাসরি প্রমাণ দেওয়া হয়নি যে (এসআইসি) কোনও অভিযুক্ত মৃতের শরীরে কেরোসিন ছিটিয়ে মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, একমাত্র সম্ভাবনা হল যে মীনা কুমারী তার শরীরে কেরোসিন ছিটিয়ে তার জীবন শেষ করেছিলেন।"

৩৫. যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে আত্মহত্যার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য অপর্যাপ্ত প্রমাণের আলোকে, ১১৩-ক, সাক্ষ্য আইনের অধীনে অনুমানটি রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে খুব বেশি সহায়ক নয়। পর্যাপ্ত প্রমাণ জমা দিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা মৃতের আত্মহত্যার প্রয়োজনীয় উপাদান প্রমাণিত হয়নি। বর্তমান মামলায়, রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যার কারণে ঘটেছে। অতএব, আমরা মতামত দিচ্ছি যে আইপিসি-র ৩০৬ ধারার অধীনে আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার নীচের আদালতগুলির সিদ্ধান্ত এই আদালতের হস্তক্ষেপের যোগ্য।

উপসংহার

৩৬. পুনরাবৃত্তির মূল্যে, ধারা ৩০৪-খ, আইপিসি, ধারা ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইনের অধীনে আইনটি নীচে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

i. আই. পি. সি-র ৩০৪-খ ধারাকে অবশ্যই কনের মারধর এবং যৌতুকের দাবির সামাজিক কুপ্রথা রোধ করার আইনি অভিপ্রায়ের কথা মাথায় রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ii. প্রথমে রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই আইপিসির ধারা ৩০৪-খ এর অধীনে অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একবার এই উপাদানগুলি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, সাক্ষ্য আইনের ধারা ১১৩-খ এর অধীনে প্রদত্ত কার্যকারণের খণ্ডনযোগ্য অনুমান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যকর হয়।

iii. আই. পি. সি-র ৩০৪-খ ধারায় "শীঘ্রই আগে" শব্দটির অর্থ 'অবিলম্বে আগে' বোঝানো যাবে না। বাদীপক্ষকে অবশ্যই যৌতুকজনিত মৃত্যু এবং স্বামী বা তার আত্মীয়দের দ্বারা যৌতুকের দাবির জন্য নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির মধ্যে "নিকটবর্তী এবং জীবন্ত যোগসূত্র"-এর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

iv. ধারা ৩০৪-খ, আই. পি. সি মৃত্যুকে নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পায়রা ছিদ্র পদ্ধতি গ্রহণ করে না। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ না করার কারণ হল "স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া অন্যথায়" মৃত্যু ঘটলে তা নরহত্যা বা আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা হতে পারে।

v. ৩০৪-খ ধারার অনিশ্চিত প্রকৃতির কারণে, আইপিসি ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইন, বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষ এবং প্রতিরক্ষা বিচার পরিচালনার সময় সতর্ক হওয়া উচিত।

vi. এটি একটি গুরুতর সমন্বয়ের বিষয় যে, প্রায়শই, বিচার আদালতগুলি অভিযুক্তকে তার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন না করে ৩১৩ ধারা, সিআরপিসির অধীনে বিবৃতিটি খুব নৈমিত্তিক এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে রেকর্ড করে। এটি লক্ষ করা উচিত যে ৩১৩ ধারা, সিআরপিসির অধীনে অভিযুক্তের পরীক্ষা 'নিছক পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, কারণ এটি ন্যায্যতার মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। এই পূর্বোক্ত বিধানটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মূল্যবান নীতি' অডি আল্টারম পার্টেম 'কে অন্তর্ভুক্ত করে কারণ এটি অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে উপস্থিত অপরাধমূলক উপাদানগুলির জন্য একটি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম করে। অতএব, এটি আদালতের উপর যত্ন এবং সতর্কতার সাথে অভিযুক্তকে ন্যায্যভাবে প্রশ্ন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

vii. আদালতকে অবশ্যই অভিযুক্তের সামনে অপরাধমূলক পরিস্থিতি রাখতে হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া চাইতে হবে। আইপিসি ধারা ১১৩-খ, সাক্ষ্য আইনের সাথে পঠিত ধারা ৩০৪-খ-এর বিশেষত্ব বিবেচনা করে বিচারের শুরু থেকেই যথাযথ সতর্কতার সাথে তার প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করার জন্য অভিযুক্তের পরামর্শদাতার উপর একটি কর্তব্যও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

viii. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩২ ধারায় বলা হয়েছে, "যদি, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ, অভিযুক্তকে পরীক্ষা করা এবং মামলার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের বক্তব্য শোনার পর, বিচারক মনে করেন যে অভিযুক্তের অপরাধের কোনও প্রমাণ নেই, তাহলে বিচারক খালাসের আদেশ লিপিবদ্ধ করবেন"।

এই ধরনের বিচক্ষণতা অবশ্যই বিচার আদালত দ্বারা সর্বোত্তম প্রচেষ্টার বাধ্যবাধকতা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

ix. একবার বিচার আদালতসিদ্ধান্ত নেয় যে অভিযুক্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩২ ধারার বিধান অনুসারে খালাস পাওয়ার যোগ্য নয়, তখন তাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে এবং বিশেষভাবে 'প্রতিরক্ষা প্রমাণ'-এর জন্য শুনানি ঠিক করতে হবে, যাতে অভিযুক্তকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে তার প্রতিরক্ষা উপস্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়, যা অভিযুক্তকেও প্রদত্ত একটি অমূল্য অধিকার।

x. একই সঙ্গে, বিচার আদালতগুলিকে দ্রুত বিচারের অধিকারের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আমরা সতর্ক করতে পারি যে উপরের বিধানগুলিকে বিলম্বের কৌশল হিসাবে অপব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।

xi. উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, প্রধান বিচারপতিকে সাজা দেওয়ার এবং যথাযথ শাস্তি দেওয়ার সময় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

xii. নিঃসন্দেহে, উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, যৌতুকজনিত মৃত্যুর বিপদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, এটিও দেখা গেছে যে কখনও কখনও স্বামীর পরিবারের সদস্যদের জড়িত করা হয়, যদিও অপরাধ করার ক্ষেত্রে তাদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই এবং তারা দূরবর্তী স্থানে বসবাস করছে। এই ক্ষেত্রে, আদালতকে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সতর্ক হতে হবে।

৩৭. উপরোক্ত ফলাফলের আলোকে, প্রাসঙ্গিক উপাদান এবং উপলব্ধ প্রমাণগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট এবং বিচার আদালত আইপিসি-র ৩০৪-খ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি কারণ আবেদনকারীরা ১১৩-খ ধারা, সাক্ষ্য আইনের অধীনে বোঝা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে, তথ্য এবং পরিস্থিতির উপলব্ধির ভিত্তিতে আমরা মনে করি যে আইপিসি-র ৩০৬ ধারার অধীনে অপরাধটি তৈরি করা হয়নি। তাই আমরা আইপিসি-র ৩০৬ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বাতিল করে দিই।

৩৮. উপরোক্ত পরিমাণে আপিল অনুমোদিত। বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

নির্ধিজেন আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও
প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen